কৃষি সুপারিশ

১৯-২০ শে মার্চ২০২২ (২ - ৫ই চৈত্র ১৪২৮)

আলু- আলু গাছের কান্ড ও পাতার রং ৫০-৭০ শতাংশ হলদে হলে বুঝতে হবে আলু তোলার উপযুক্ত হয়েছে। জাতের প্রকারভেদে আলু তোলার অন্তত ১৫ দিন আগে মাটির উপরের সবুজ ডাঁটা অংশ কেটে ফেলতে হবে ও ২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।এর ফলে আলুর খোসা শক্ত হবে , ওজন বৃদ্ধি পাবে এবং আলু সম্পূর্ণভাবে পরিপক্ক হবে।

গম- তৃতীয় সেচ ফুল আসার সময় ও চতুর্থ সেচ দানা নরম থাকা অবস্থায় দিতে হবে।কালো ভূষ রোগ দেখা দিলে সকালবেলায় ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে আক্রান্ত শিষ শীষ গুলি কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অন্যথায় রোগ ছড়িয়ে পড়বে এবং ঐ ক্ষেতের উৎপাদিত দানা বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।ইঁদুরের আক্রমন হলে ৯৮গ্রাম আটা বা ময়দা, ২ গ্রাম ভোজ্য তেল ও ২ গ্রাম জিঙ্কফসফাইড মিশিয়ে লেই তৈরি করে ১ চামচ লেই বিষটোপ হিসেবে ইঁদুরের গর্তের সামনে রাখতে হবে। বিষটোপ প্রয়োগের আগে কয়েকদিন জিঙ্কফসফাইড না মিশিয়ে টোপ গর্তের সামনে রেখে ইঁদুরকে খাওয়াতে হবে।

ভুট্টা- অণুখাদ্য হিসেবে বীজ বোনার ৪ ও ৮ সপ্তাহ পরে ০.৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক , ২ গ্রাম বোরাক্স এবং ০.৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।ভূট্টার জমিতে ফল আর্মি ওয়ার্ম নামে লেদা পোকার আক্রমণ দেখা গেলে স্পিনেটোরাম ১১.৭% এস.সি ১ মিলি প্রতি লিটার জলে বা ক্লোরনট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫% এস.সি ১ মিলি প্রতি ৩ লিটার জলে বা থায়ামিথোক্সাম ও ল্যামডা সায়হ্যালোথ্রিন মিশ্রণ ০.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে সকালে বা সন্ধ্যায় স্প্রে করতে হবে ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ ই মার্চ, এই সময়ে প্রাক খরিফ ভূট্টা বোনা হয়।

বোরো ধান- রোয়ার ১৫ দিন পরে প্রথম চাপানে একর প্রতি ইউরিয়া ৫৭ কেজি ও থোড় মুখে দ্বিতীয় চাপানে ইউরিয়া ২৮.৫ কেজি ও মিউরেট অফ পটাশ ৮ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে একরে ৮ কেজি সালফার প্রয়োজন, সুপার ফসফেট ব্যবহার করলে আলাদাভাবে সালফারের প্রয়োজন নেই। রোয়ার ২০-২৫ দিন ও ৩৫-৪০ দিন পরে দুবার নিড়ানি যন্ত্র বা হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলে মাটি ভালো করে থেঁতে দিতে হবে।

জিঙ্কের অভাব জনিত এলাকায় একরে ১০ কেজি জিঙ্ক সালফেট মূলসার বা প্রথম চাপানে প্রয়োগ করা যায়। মাটির পরিবর্তে পাতায় প্রয়োগ করতে হলে রোয়ার ১ মাস ও ১৫ মাস পরে প্রতি লিটার জলে ০.৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক গুলে স্প্রে করতে হবে।

সূর্যমুখী- তামাকের কীড়া, শুঁয়ো পোকা ইত্যাদির আক্রমন হলে ট্রায়াজোফস ৪০% ইসি ১ মিলি বা ক্লোরোপাইরিফস ৫০% + সাইপারমেথ্রিন ৫% ১৫ মিলি বা ইন্ডোক্সাকার্ব ১৫.৮% ইসি ১ মিলি লিটার প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

চীনাবাদাম- চীনাবাদাম চাষের জন্য টিজি ৩৭ এ,জি.পি.বিডি-৫ ধরনী,নারয়নী, মল্লিকা, কাদেরী-৬ ইত্যাদি নতুন জাতের বীজ সংগ্রহ করুন।একর প্রতি ২৫-৩৫ কেজি বীজ প্রয়োজন ।খোসা ছাড়ানো বীজ থাইরম ৭৫% বা ক্যাপটান ৫০% ২-২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বীজ শোধন করে বুনতে হবে।বীজ শোধনের কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজের সঙ্গে একরে ৪০০ গ্রাম রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। শেষ চাষে সেচ সেবিত এলাকায় একরে নাইট্রোজেন-৮ কেজি, ফসফেট ২৪ কেজি ও পটাশ ৩২ কেজি মেশাতে হবে।

চৈতি মুগ - চৈতি মুগের জন্য শংসিত বীজ সংগ্রহ করতে হবে, উপযুক্ত জাত-বিরাট, শিখা, টিএমবি-৩৭, সুকুমার,বিরেশ্বর,পি.ডি.এম ১৩৯ পন্তমুগ-৮,পন্থমুগ-৯ ইত্যাদি। বীজ ২০ X ১০ সেমি দূরত্বে বোনা হয় এর জন্য ২৫-৪ কেজি বীজ প্রয়োজন এবং বীজের সাথে উপযোগী রাইজোবিয়াম স্ট্রেন ব্যবহার করতে হবে।একর প্রতি মূলসার লাগবে-নাইট্রোজেন-৮ কেজি, ফসফেট ১৬ কেজি ও পটাশ ১৬কেজি। এই জন্য বিঘা প্রতি(৩৩ শতকে) ইউরিয়া ৫.৭৫ কেজি, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ৩৩.২৫ কেজি ও ৯ কেজি মিউরেট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। চাপান সার লাগবে না।

তিল - তিলের জন্য শংসিত বীজ সংগ্রহ করতে হবে, উপযুক্ত জাত-তিলোত্তমা, সাবিত্রী, সুপ্রভা ইত্যাদি।একর প্রতি ২.৫-৩.০ কেজি বীজ প্রয়োজন।শোধনের জন্য থাইরম ৭৫% ৩.০ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে নিন ।বিনা সেচে চাষ করলে শেষ চাষে জমি তৈরীর সময় একর প্রতি ১২কেজি হারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে।তিলোত্তমা জাতের জন্য শেষ চাষে ১২কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফরাস ও ৬কেজি পটাশ সার দিতে হবে।আলুর পরে তিল বুনলে কোনো সার প্রয়োগের দরকার হয় না।তিল চাষে সাধারণত ২ টি সেচ দিতে হয়, প্রথমটি বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পর ও দ্বিতীয়টি এর আরো ২০-২৫ দিন পরে দিতে হবে।

আখ- আখ বসানোর ৪০-৪৫ দিন পর ও ৮০-৯০ দিন পর বিঘা প্রতি ১৫ কেজি ইউরিয়া প্রতিবারে মাটিতে প্রয়োগ করুন।

রোগ পোকা আক্রমনের দিকে লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

পাট- উত্তরবঙ্গের অল্পবৃষ্টিপাতযুক্ত উঁচু এলাকায় তিতা পাটের উন্নত জাত -- সোনালী,পদ্মা, রেশমা ইত্যাদি ফেব্রুয়ারীর মাঝ থেকে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত বোনা যায়। বেলে-দোঁয়াশ, এঁটেল-দোঁয়াশ বা পলি-দোঁয়াশ মাটিতে পাট ভাল জন্মায় ।

মাটির পিএইচ ৬ .০- ৭ .৫ এর মধ্যে থাকলে ভাল হয়। সাধারণত উঁচু ও মাঝারি জমিতে মিঠা পাট ভাল হয়। সব রকম জমিতে তিতা পাট চাষ করা যায়।মিঠা পাটের উন্নত জাতগুলি হল- চৈতালি, বাসুদেব, নবীন, বৈশাখী,তোষা, সুবর্ণজয়ন্তী তোষা, শক্তি, সূর্য, সুবলা, সুরেন, ইরা ইত্যাদি। তিতা পাটের উন্নত জাতগুলি হল- সোনালী, সবুজ সোনা, শ্যামলী, পদ্মা, রেশমা, মিতালী, শ্রাবন্তী, পার্থ, বিধান-১, বিধান-২, বিধান-৩ ইত্যাদি।

চৈতি কলাই চাষের উপযুক্ত জাতগুলি হল- বসন্ত বাহার (পি.ডি.ইউ-১), গৌতম(ডব্লু.বি.ইউ-১০৫), কালিন্দী(বি-৭৬)।

জমিতে কাজ করবর সময়ে অতি অবশ্যই কোভিড নিয়ন্ত্রণ বিধি মেনে চলতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন ।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য),
পশ্চিমবঙ্গ